দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

ব্যতিক্রমী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাপ্তাইয়ের বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

॥ রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা ॥

দেশের ২২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাপ্তাইয়ের বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (বিএসপিআই) একটি ব্যতিক্রমী ইনস্টিটিউট। যে ইনস্টিটিউটের ন্যাল পরিচ্ছন্ন দেয়ালে কোন কালির আঁচর পড়েনি। দেয়ালে কোনদিন লাগেনি রাজনীতির শ্লোগানযুক্ত পোস্টার। প্রতিষ্ঠার পর থেকে যেখানে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কোনদিন মিছিল সমাবেশ করেনি। পক্ষান্তরে কোন অশুভ শক্তি এখানে রাজনীতি প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা চালালে পলিটেকনিকের ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলিত ভাবে সেই অপচেষ্টা রুখে দিয়েছে। শিক্ষার অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ আর রাজনীতির কালিমামুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশের ২২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাপ্তাইয়ের বাংলাদেশ-সুইডেন ইনস্টিটিউট পুরোপুরি ভিন্নধর্মী একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

১৯৬৩ সালে সুইডেন সরকারের সার্বিক সহায়তায় চট্টগ্রাম শহর থেকে ৫৪ কি: মি: দূরে সবুজ অরণ্যভূমি কাপ্তাইয়ে সুইডেন পলিটেকনিক নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। বনজ সম্পদবহুল পার্বত্য এলাকায় উড টেকনোলজিকে প্রাধান্য দিয়েই প্রতিষ্ঠানটি চালু হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সাল থেকে এটি বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (বিএসপিআই) নামে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। স্থানীয়ভাবে এটি 'সুইডিশ নামে পরিচিত। বর্তমানে ৫টি টেকনোলজি নিয়ে ইনস্টিটিউটটি পরিচালিত হচ্ছে। টেকনোলজিগুলো হচ্ছে কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, অটোমোবাইল এবং সিভিল উড। কম্পিউটার বিভাগ ছাড়া বাকি সব বিভাগের যন্ত্রপাতি সুইডেন সরকারের দেয়া। এবং সব বিভাগেই রয়েছে সুসজ্জিত ল্যাব। প্রতি বিভাগে ২০ জন করে ২ শিফটে সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০০ জন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি পার্বত্য জেলার মধ্যে একমাত্র কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাপ্তাই সুইডিস পলিটেকনিকের আসন সংখ্যা বাড়ানোর জোর দাবি থাকলেও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা না থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না বলে

ছাত্রী নিবাস নেই

তিন পার্বত্য জেলা ছাড়াও সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। এখানে ৪০০ জন ছাত্রের আবাসিক সুবিধা রয়েছে। ছাত্রাবাস আছে ২টি। এগুলো হলো, সুইডেন ছাত্রাবাস ও জাহাঙ্গীর ছাত্রাবাস। কোনো ছাত্রী নিবাস না থাকায় ছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কাপ্তাই পলিটেকনিক অবস্থিত হলেও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখানে তুলনামূলক কম। সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত ও পড়ালেখার সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশের কারণেই ২০০০ সালে এটি শ্রেষ্ঠ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নির্বাচিত হয়। তবে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ইদানিং পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে। চিফ ইনস্ট্রাক্টর, ইনস্ট্রাক্টর, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টরসহ সবমিলিয়ে ২০টি পদ শূন্য রয়েছে।

অধ্যক্ষের বক্তব্য

কাপ্তাই সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী মো: শওকত উল-ইসলাম। তিনি ইনস্টিটিউটের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে বলেন, কাপ্তাই সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটি বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পুরোপুরি ব্যতিক্রম। শিক্ষার পরিবেশ, মান, ফলাফল সবদিক থেকেই এই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক এবং সরকারের প্রশংসা অর্জন করে চলেছে। এখানে অধ্যয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু আসন